দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ২ ...

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এবার ব্যাপক ফল বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ইউনিটের কোনোটিতেই ১৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করিতে পারে নাই। ক, খ, গ ও ঘ ইউনিটের পাসের হার যথাক্রমে ১৩.৫৫, ১১.৪৩, ৫.৫২ ও ৯.৮৩। অনেকে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ২৫-এর মধ্যে পাস মার্ক আটও পায় নাই। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নহে, এবার রাজশাহী বিভাগের একটি ইউনিটেও ফল বিপর্যয়ের খবর পাওয়া গিয়াছে, যেখানে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিলেও নির্ধারিত আসন পূর্ণ করিবার মতো শিক্ষার্থী পাওয়া যায় নাই। কেননা তাহারা ন্যূনতম পাস মার্ক ৪০ পর্যন্ত পায় নাই। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করিত অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী। তাহার পর সেখান হইতে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হইত। এখন ফেলের হার বাড়িয়া যাওয়ায় আমাদের প্রাইমারি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান নিয়া প্রশ্ন তুলিতেছেন অনেকে। বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে বৈকি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের পর খোদ শিক্ষামন্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান নিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। গত বুধবার সচিবালয়ে জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার প্রস্তুতি সভায় তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থী বাছাইয়ে ফুটপাত থেকে অখ্যাত লেখকদের বই কিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন করা হয়'। যদিও ইহা সর্বাংশে সত্য নহে। এই ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কড়া জবাব দিয়াছেন। তাহার মতে, 'ঢাবির প্রশ্ন প্রণয়ণের স্বচ্ছতা ও মান দেশব্যাপী স্বীকৃত'। তাহা হইলে ফল বিপর্যয়ের কী কারণ থাকিতে পারে? আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে কতিপয় বাস্তবতা যাহা আমরা অবহেলার চোখে দেখিয়া আসিতেছি। আজকালকার শিক্ষার্থীদের বেসিক বা মৌলিক জ্ঞানার্জন ব্যাহত হইতেছে নানা কারণে। শিক্ষাপদ্ধতি মাত্রাতিরিক্ত পরীক্ষা ও কোচিং-প্রাইভেট কেন্দ্রিক হইয়া পড়ায় শিক্ষার্থীরা সত্যিকার জ্ঞানার্জনের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ইহাতে তাহাদের ভাষাজ্ঞানসহ মৌলিক বিষয়ের ভিত্তি হইয়া পড়িতেছে দুর্বল। এক ধরনের ভাষা ভাষা জ্ঞানের ওপর ভর দিয়াই তাহারা পরীক্ষা বৈতরণী পার হইতেছে। এমনকি নৈর্ব্যক্তিক ও তথাকথিত সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহারা দেদারসে পাইয়া যাইতেছে জিপিএ ফাইভও। অন্যদিকে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ জ্ঞানকে এতটাই প্রাধান্য দিতেছে যে, ১০০ মার্কসের প্রশ্নে প্রায় অর্ধেকই রাখিতেছে সাধারণ জ্ঞান। অথচ এইচএসসি পরীক্ষার পর মাত্র কয়েক মাসে তাহার প্রস্তুতি গ্রহণ সত্যিই কঠিন। তাহাছাড়া সাধারণ জ্ঞান বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হইলেও উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাসে বিষয়টি আজও উপেক্ষিত। ফলে পড়ুয়া ও ভাল শিক্ষার্থীরাও শেষপর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ভাল করিতে পারিতেছে না।

উল্লিখিত পরিস্থিতির কারণে দেখা যায়, এখন কলেজে ভর্তি হইয়াই কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করিতেছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদেরও দেখা যায়, তাহারা অনার্স-মাস্টার্সের সাবজেক্টের চাইতে চাকুরির পরীক্ষার জন্য আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতেছে। অথচ এই পড়াটাও কর্মজীবনে অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে না। অর্থাৎ মূল সমস্যা আমাদের পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি যাহার কারণে শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন মাত্রার চাপ বাড়িতেছে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার সংস্কার ও সমন্বয় এবং বাস্তব জীবনের আলোকে সর্বস্তরের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।